Rules of Muslim Marriage

মুসলিম বিবাহের নিয়মাবলী

মুসলিম বিবাহ, যা 'নিকাহ' নামে পরিচিত, ইসলামী আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এটিকে একটি পবিত্র ধর্মীয় সংস্কারের পরিবর্তে একটি পবিত্র দেওয়ানি চুক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়, যার উদ্দেশ্য হলো একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সম্পর্ককে বৈধতা দেওয়া এবং একে অপরের প্রতি তাদের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ন্ত্রণ করা। মুসলিম বিবাহের নিয়মাবলী প্রধানত কুরআন, হাদিস (হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণী ও কর্ম), ইজমা (পণ্ডিতদের ঐকমত্য) এবং কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক যুক্তি) থেকে উদ্ভূত। এই নিয়মগুলো মুসলিম আইন অনুসারে বিবাহের অপরিহার্য উপাদান, শর্তাবলী, প্রকারভেদ এবং আইনি প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে।

মুসলিম বিবাহের প্রকৃতি

মুসলিম আইন অনুসারে, বিবাহকে ধর্মীয় তাৎপর্যসহ একটি দেওয়ানি চুক্তি ('মুয়ামলাত') হিসেবে গণ্য করা হয়। হিন্দু বিবাহের মতো এটি অবিচ্ছেদ্য নয় এবং নির্ধারিত শর্তে তালাকের মাধ্যমে এর অবসান ঘটানো যেতে পারে। বিবাহের চুক্তিভিত্তিক প্রকৃতির অর্থ হলো উভয় পক্ষের সম্মতি অপরিহার্য এবং কিছু আইনি আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে। তবে, যেহেতু এর ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে, তাই এটিকে একটি ইবাদত হিসেবেও গণ্য করা হয়।

<u>একটি মুসলিম বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য, কিছু অপরিহার্য শর্ত পূরণ করতে হবে:</u>

১. প্রস্তাব এবং গ্রহণ **(**ইজাব এবং কবুল**):**

বিবাহ অবশ্যই এক পক্ষের প্রস্তাব এবং অন্য পক্ষের গ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে হবে। এই প্রস্তাব এবং গ্রহণ একই বৈঠকে ('মজলিস') এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হতে হবে। ব্যবহৃত শব্দগুলো বিবাহের একটি তাৎক্ষণিক এবং শর্তহীন স্বীকৃতি নির্দেশ করবে।

২. মুক্ত সম্মতি**:**

বর এবং কনে উভয়ের সম্মতি বাধ্যতামূলক। যদি জবরদস্তি, প্রতারণা বা অযাচিত প্রভাবের মাধ্যমে সম্মতি আদায় করা হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ইচ্ছানুযায়ী বিবাহটি বাতিলযোগ্য হয়ে যায়। ইসলাম বিবাহে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেয়।

৩. পক্ষদের যোগ্যতা**:**

পক্ষদের সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে এবং তাদের অবশ্যই সাবালকত্ব অর্জন করতে হবে। মুসলিম আইন অনুসারে, অন্যথায় প্রমাণিত না হলে ১৫ বছর বয়সে সাবালকত্ব অনুমান করা হয়। একজন নাবালকের বিবাহ তার আইনসম্মত অভিভাবক দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে, তবে এই ধরনের বিবাহ 'বুলুগের অধিকার' ('খিয়ার-উল-বুলুগ') সাপেক্ষে হয়, যা নাবালককে সাবালকত্ব অর্জনের পর বিবাহটি প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি দেয়।

৪. সাক্ষীদের উপস্থিতি**:**

সুন্নি আইন অনুসারে, বিবাহের বৈধতার জন্য কমপক্ষে দুজন পুরুষ সাক্ষী বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। শিয়া আইন অনুসারে, সাক্ষীর উপস্থিতি অপরিহার্য নয়, তবে বিবাহ অবশ্যই যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে হবে।

৫. কোনো আইনি অক্ষমতা না থাকা:

পক্ষদ্বয়কে অবশ্যই নিষিদ্ধ সম্পর্কের আওতাভুক্ত হওয়া যাবে না, যেমন নিকটাত্মীয় রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক বা দুধ সম্পর্ক। এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে করা বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

মুসলিম আইন কিছু নিষেধাজ্ঞা নির্ধারণ করে যা বিবাহকে সীমাবদ্ধ করে:

১. পরম নিষেধাজ্ঞা:

এগুলো রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক এবং দুধ সম্পর্কের কারণে উদ্ভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন পুরুষ তার মা, বোন, কন্যা বা দুধ-মাকে বিয়ে করতে পারে না।

২. আপেক্ষিক নিষেধাজ্ঞা:

এগুলো বিবাহকে বাতিল করে না, বরং অনিয়মিত (*ফাসিদ*) করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, চারজন স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় পঞ্চম স্ত্রীকে বিয়ে করা বা ইদ্দত পালনকারী কোনো নারীকে বিয়ে করা।

মোহর (দেনমোহর)

মোহর মুসলিম বিবাহের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এটি এমন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা সম্পত্তি যা স্বামী সম্মান ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে স্ত্রীকে দিতে বাধ্য থাকে। মোহর বিবাহের আগে, বিবাহের সময় বা পরে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এটি **তাৎক্ষণিক (মুয়াজ্জাল)** হতে পারে, যা চাহিদা অনুযায়ী অবিলম্বে প্রদেয়, অথবা **বিলম্বিত (মুয়াজ্জাল)** হতে পারে, যা বিবাহবিচ্ছেদ বা একটি নির্দিষ্ট ঘটনার পর প্রদেয়। মোহর স্ত্রীর একচেটিয়া অধিকার এবং এটি তার জন্য একটি আর্থিক সুরক্ষা হিসেবে কাজ করে।

মুসলিম আইন বিভিন্ন ধরনের বিবাহকে স্বীকৃতি দেয়:

১. বৈধ বিবাহ (সহীহ):

যে বিবাহ সমস্ত অপরিহার্য শর্ত এবং আইনি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। এটি পারস্পরিক অধিকার ও বাধ্য বাধকতা সৃষ্টি করে, যার মধ্যে সন্তানের বৈধতা এবং উত্তরাধিকারের অধিকার অন্তর্ভুক্ত।

২. অনিয়মিত বিবাহ (ফাসিদ): যে বিবাহে কিছু অস্থায়ী বা অপসারণযোগ্য ত্রুটি থাকে, যেমন যথাযথ সাক্ষীর অভাব বা ইদ্দতকালীন সময়ে বিবাহ। এই ধরনের বিবাহ ত্রুটি দূর হলে বৈধ হতে পারে।

৩. বাতিল বিবাহ (বাতিল): যে বিবাহ পরম নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে, যেমন নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ। এই ধরনের বিবাহের কোনো আইনি প্রভাব নেই।

স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য

বিবাহ পারস্পরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে। স্বামী তার স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে, তাকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র এবং সুরক্ষা প্রদান করতে বাধ্য। স্ত্রীর কাছ থেকে বিশ্বস্ততা এবং বৈবাহিক বন্ধনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আশা করা হয়। উভয় পক্ষই সাহচর্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং একে অপরের সান্নিধ্যের বৈধ অধিকার ভোগ করার অধিকারী।

মুসলিম বিবাহের বিচ্ছেদ

মুসলিম বিবাহ স্থায়ী নয় এবং বিবাহবিচ্ছেদ বা মৃত্যুর মাধ্যমে এর অবসান হতে পারে। বিবাহবিচ্ছেদ স্বামী (তালাক), স্ত্রী (খুলা বা তালাক-ই-তাফউইজ) বা পারস্পরিক সম্মতিতে (মোবারাত) শুরু হতে পারে। এছাড়াও, ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন এমন কিছু বিধিবদ্ধ কারণ প্রদান করে যার ভিত্তিতে একজন মুসলিম নারী আদালতের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ চাইতে পারেন।

উপসংহার

মুসলিম বিবাহের নিয়মাবলী ধর্মীয় নীতি এবং আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। বিবাহকে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যসহ একটি দেওয়ানি চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করে, মুসলিম আইন নমনীয়তা, পারস্পরিক সম্মতি এবং অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করে, বিশেষ করে দেনমোহর এবং বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারের মতো বিধানের মাধ্যমে নারীদের অধিকার রক্ষা করে। একই সাথে, এটি নৈতিক দায়িত্ব, পারিবারিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলার উপর জোর দেয়। সুতরাং, ইসলামী আইন অনুযায়ী মুসলিম বিবাহ হলো একটি ব্যাপক প্রতিষ্ঠান, যা বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি, ন্যায়বিচার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পিত।